তারিখ .....
পৃষ্ঠা ..... কলাম .....

সম্পন্ন করবেন। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে শুধু ১৯৭৩ সালের আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হলে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শুধু বাংলাদেশে নয়, এশিয়ার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিগণিত হবে।

আমার দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবন ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেড় বছরের ওপর উপাচার্যের দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করি যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সংসদে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশসমূহে প্রয়োজনীয় সংস্কার অত্যন্ত জরুরি। এ কথাও সবাইকে বিবেচনায় নিতে হবে যে আমরা কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নই। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, যাঁরা জাতির বিবেক হিসেবে পরিচিত, তাঁরা তো অবশ্যই নন।

শিক্ষকদের জবাবদিহিতা সম্পর্কে আমি বহু দিন ধরে বলছি। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার আগে ১৬ জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখে আমি সিএমএম কোর্টে একটি জবানবন্দি দিয়েছিলাম। সে জবানবন্দিতেও তৎকালীন সেনা-চালিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্দেশে নৈতিকতা-বিবর্জিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষকদের সম্পর্কে বলেছিলাম, 'মহামান্য আদালত, কুসুমেও কীট থাকে।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষকরা নৈতিকভাবে অধঃপতিত হয়েছেন, দুর্নীতি করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি মলিন করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে বারবার দাবি করেছি। তাঁরা তো সবাই স্বপদে বহাল শুধু আছেন নয়, তাঁদের সঙ্গেই আপনাদের দেন-দরবার।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি, শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা বিষয়ে অবস্থার পরিবর্তন আজও হয়নি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব মস্তানী শিক্ষক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন, তাঁরা আজও স্বপদে বহাল আছেন। অন্যদিকে বিদায় নিচ্ছি আমি, যার অন্যতম কারণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিরা সেসব মস্তানী শিক্ষকের সঙ্গেই দেন-দরবার করে চলেছেন। তাঁদের সঙ্গে আপস করে নিয়ম-নীতি-নৈতিকতা জলাঞ্জলি দিয়েছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে শিক্ষক ও পদাধিকারীরা দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারী কর্মকাণ্ড দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতির বিবেক হিসেবে পরিচিত শিক্ষকমণ্ডলীর অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছেন, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান ও যথাযথ ব্যবস্থা সুপারিশের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করার নির্দেশদানের জন্য আপনার সমীপে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষক, প্রিয় শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী, যাঁরা প্রতিকূল অবস্থায়ও আমাকে নৈতিক সমর্থন দিয়েছেন এবং স্বপ্নের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আমার উদ্যোগসমূহে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি জানি, তাঁরা তাঁদের স্বপ্নকে হারিয়ে যেতে দেবেন না। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শুভ শক্তির বিজয় হবেই।

আমার ওপর আপনি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আস্থা প্রদর্শন করেছিলেন, তার জন্য আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার পদত্যাগপত্রটি গ্রহণ করলে অত্যন্ত বাধিত হব।

আপনার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।

আপনার বিশ্বস্ত

অধ্যাপক মো. আনোয়ার হোসেন

লেখক : সাবেক উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়